ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১০০৭
আগরতলা, ১৪ জুন, ২০১৮

## স্বেচ্ছা রক্তদানে ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জন করতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আহ্বান

স্বেচ্ছা রক্তদানের ক্ষেত্রে রাজ্যে পূর্বের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জন করতে হবে। এটা হবে সুস্থ প্রতিযোগিতা। এই সাফল্য অর্জনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ ছাত্র-যুব, পুলিশ, টি এস আর জওয়ান সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন। তিনি বলেন, রক্তদানে সক্ষম সবাই যদি বছরে তিন বার স্বেচ্ছায় রক্তদানের সঙ্কল্প নেয় তা হলে সহজেই সাফল্যের শিখরে পৌঁছা যাবে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে আজ বিশ্ব রক্তদান দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্য মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ এ কথাগুলি বলেন।

রক্তের শ্রেণী বিভাজনের আবিস্কর্তা ডা. কার্ল ল্যান্ডস্টেইনারের জন্মদিনে প্রতিবছরই বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ২০০৪ সাল থেকে বিশ্ব জুড়ে এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য, ১৮৬৮ সালে ১৪ জুন ডা. কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক হিতকামানন্দ মহারাজ, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা ডা: সুজিত চাকমা বক্তব্য রাখেন। এ বছর বিশ্ব রক্তদাতা দিবসের ভাবনা- ‘অন্য কারোর জন্য পাশে থাকো, রক্ত দাও, জীবন রক্ষা করো’।

বিশ্ব রক্তদান দিবসে প্রধান অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী রায় বর্মণ একে একটা গর্বের অনুষ্ঠান আখ্যা দিয়ে বলেন, ডা. কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার রক্তের শ্রেণী বিভাজন আবিস্কারের জন্য ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে স্বেচ্ছা রক্তদানে সচেতনতা বাড়াতে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। তিনি বলেন, রক্তের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য রাখা যায় এটাই আজ সবার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, স্বেচ্ছা রক্তদানে রাজ্য এক সময় ৯৭-৯৮ শতাংশ পর্যন্ত সফলতা অর্জন করেছিল। গত দু’এক বছরে সেই হার কিছুটা কমে গিয়েছিল। স্বেচ্ছায় রক্তদানে এই হারকে তিনি ১০০ শতাংশে নিয়ে যেতে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। স্বাস্থ্য মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ আরও বলেন, যারা বিভিন্ন সময়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাদের জেলা, মহকুমা, ব্লক স্তরে রক্তদান শিবিরগুলিতে নিয়ে যাওয়া হবে নতুন প্রজন্মের রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে। রাজ্যে কোন কোন সময়ে বেশি রক্তের প্রয়োজন হয় সেই অনুযায়ী ক্যালেন্ডার সূচি তৈরী করে রক্ত সঞ্চালন পর্ষদকে শিবির সংগঠিত করতেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আমাদের শরীরে যে উদ্বৃত্ত রক্ত রয়েছে তার থেকে কিছু পরিমাণ রক্ত যদি দান করা যায় তাহলে এক জন মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচানো যায়।

***২য় পাতায়*

এই স্বেচ্ছা রক্তদানকে তিনি একটি উৎসবে রূপ দিতেও সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তবেই ডা. কার্ল ল্যান্ডস্টেইনারের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো হবে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক হিতকামানন্দ মহারাজ বলেন, স্বেচ্ছা রক্তদানে রাজ্য উল্লেখযোগ্য স্থানে উঠে আসলেও এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও ঘাটতি দেখা দিচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। স্বেচ্ছা রক্তদানে মহিলাদের আরও বেশি করে এগিয়ে আসতেও তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনীয়ার সুশান্ত ভৌমিককে ৪০ বার স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়া, দীপক চন্দ লোধ-এর মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রক্তদান শিবির করার জন্য এবং দেবব্রত বণিকের মেয়ের জন্মদিনে ও রজত চক্রবর্তীর পরিবারে জন্মদিনে রক্তদান শিবির আয়োজন করার জন্য তাদের পরিবারকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই দিবসটি উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের হলে পোষ্টার অঙ্কণে অংশ গ্রহণকারী সরকারী চারু ও কারু কলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের এদিন শংসাপত্র দেওয়া হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছা রক্তদান ও রক্তদাতাদের সচেতন করে তুলতে ‘‘এসো রক্তের বন্ধনে বাঁধি প্রাণ’’ পুস্তিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশ করেন শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদের সদস্য সচিব ডা. কেশব চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. জে কে দেব ভার্মা।

****